প্রতিফলন

কারিগরি প্রশিক্ষণ অভিঘাত

একটি ইউপিপি-উজ্জীবিত উন্নয়ন উদ্যোগ
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

প্রতিফলন

কারিগরি প্রশিক্ষণ অভিঘাত

প্রতিফলন
কারিগরি প্রশিক্ষণ অভিঘাত

একটি ইউপিপি-উজ্জীবিত উন্নয়ন উদ্যোগ
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ | গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

প্রতিফলন

প্রকাশকাল
এপ্রিল ২০১৯

উপদেশক
মোঃ আবদুল করিম
গোলাম তৌহিদ
এ.কিউ.এম গোলাম মাওলা

সম্পাদনা
ড. একেএম নুরুজ্জামান
মোঃ আশরাফুল হক

সংকলন, লিখন ও বিন্যাস
আশরাফ হোসেন
আহমেদ মাহমুদুর রহমান খাঁন
ডা. ফয়জুল তারিক চৌধুরী
মুহাম্মদ আশরাফুল আলম

নামলিপি
ম. মাহবুবুর রহমান ভূইঁয়া

প্রকাশক
পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ০২-৮১৮১৬৫৮-৬১, ০২-৮১৮১১৬৯, ০২-৮১৮১৬৬৪-৬৯
ফ্যাক্স: ০২-৮১৮১৬৭১, ০২-৮১৮১৬৭৮
ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েবসাইট: pksf-bd.org, www.facebook.com/pksf.org

অর্থায়নে- ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন

ডিজাইন ও মুদ্রণ
এভারগ্রীন প্রিন্টিং এ্যান্ড প্যাকেজিং
স্বজন টাওয়ার-২, ৩ সেগুন বাগিচা, রুম-১০৫/এ
ঢাকা-১০০০

প্রতিফলন

প্রসঙ্গ কথন

'কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন' এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯০ সালে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) প্রতিষ্ঠা করে। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পিকেএসএফ জীবনমান উন্নয়ন ও মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় জীবনবৃত্তীয় পন্থা অবলম্বন করে বর্তমানে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ মূলতঃ সরাসরি মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করে না। সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন পিকেএসএফ এর মূল উপজীব্য। আমরা জানি বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যার ১১.৩ শতাংশ অতিদরিদ্র। দারিদ্র্যের বৃত্তাবদ্ধ জীবন হতে দরিদ্র মানুষের উত্তোরণ এবং তাদের মূলস্রোতের সঙ্গে সম্পৃক্তকরণ একটি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। দীর্ঘদিন ধরে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায় থেকে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে দেশব্যাপী নানাবিধ কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিতকায় ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহযোগিতায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ) ২০১৩ সাল থেকে অতিদরিদ্র মানুষের জীবনমান উন্নয়নে 'ইউপিপি-উজ্জীবিত' প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা 'ইউপিপি-উজ্জীবিত' প্রকল্প এর অন্যতম একটি কর্মকাণ্ড। কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী-কে দক্ষ কর্মশক্তিতে রুপান্তরিতকরণে কারিগরি প্রশিক্ষণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে প্রকল্পভুক্ত দরিদ্র যুবাদের স্বল্প ও মধ্যম মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অতিদরিদ্র পরিবারসমূহের আয় দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে প্রকল্পের উদ্যোগে ইতোমধ্যে একটি সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়েছে। সুখের বিষয় এই যে, কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে অধিকাংশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য কোনো না কোনো সম্মানজনক চাকুরী বা স্ব-কর্মে নিয়োজিত হয়েছেন। ফলে তাদের পরিবারের আয়-দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে বলে সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয়েছে।

কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল সোপান হল যুব শক্তি। সেই যুবশক্তিকে সঠিক পথে পরিচালনার ওপর নির্ভর করবে দেশের অগ্রযাত্রা। আর এ অগ্রযাত্রার পথকে মসৃন ও প্রস্তুত করার প্রয়াসে যুবশক্তিকে কর্মশক্তিতে রুপান্তরের কোন বিকল্প নেই। এ জন্য প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি এখনই সময় কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের বৃহৎ তরুণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা। জনসংখ্যা তাত্ত্বিক পরিস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে বড় সুযোগ এনে দিয়েছে- তাকে কাজে লাগাতে হবে। তবেই আগামীতে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে। সুপ্রতিষ্ঠিত হবে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানব মর্যাদা। আশা করি, এ ধরনের কার্যক্রম উত্তোরোত্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নত হবে এবং তাদের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী বেশ অবহেলিত এবং নানা ধরনের বঞ্চনার শিকার। কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য দূরীকরণে একটি সফল মডেল উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পিএমইউ, ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প, পিকেএসএফ

Disclaimer:

"কারিগরি প্রশিক্ষণ অভিঘাত: প্রতিফলন" বিষয়ক এই পুস্তিকাটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আর্থিক সহায়তায় প্রস্তুতকৃত এবং প্রকাশিত। প্রকাশনাটি প্রস্তুত এবং প্রকাশের দায়ভার সংশ্লিষ্ট প্রকল্প, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশনের (পিকেএসএফ)। কোন পরিস্থিতিতেই প্রকাশনাটিকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতামতের প্রতিফলন হিসাবে গণ্য করা যাবে না।

প্রকাশনা ক্রমধারা

প্রকল্প স্বরলিপি - ০৬
কারিগরি প্রশিক্ষণ: জনশক্তি রূপান্তরে আবশ্যিকতা - ০৭
উজ্জীবিত কারিগরি প্রশিক্ষণ ও আরবিটি প্রেক্ষিত - ০৮
কারিগরি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া - ০৯
প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা - ০৯
প্রশিক্ষণের ট্রেড নির্বাচন - ১০
প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন - ১১
কর্মসংস্থাপন প্রক্রিয়া - ১২
প্রশিক্ষণ পরিবীক্ষণ - ১৩
কারিগরি প্রশিক্ষণভিত্তিক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল মূল্যায়ন - ১৪
সমীক্ষার উদ্দেশ্য, কর্মএলাকা ও পরিচালন পদ্ধতি - ১৫
চ্যালেঞ্জসমূহ - ১৯
সুপারিশমালা - ১৯
কর্মের পরিবৃত্তি - ২১

প্রকল্প স্বরলিপি

টেকসই দারিদ্র্য নিরসনের জন্যে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের কোন বিকল্প নেই। শুধুমাত্র অর্থায়ন–এই একটি অনুষঙ্গ দিয়ে টেকসই দারিদ্র্য নিরসন সম্ভব নয়। এ বাস্তবতায় পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) অর্থায়নের পাশাপাশি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসেবা, সকলের জন্য সমসুযোগ সৃষ্টি এবং সম্পদে অভিগম্যতা নিশ্চিত করার বিষয়ে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিকেএসএফ "Food Security 2012 Bangladesh-Ujjibito" শীর্ষক প্রকল্পের UPP-Ujjibito কম্পোনেন্টটি ইউরোপিয়ন ইউনিয়নের অর্থায়নে নভেম্বর ২০১৩ সাল থেকে নির্বাচিত ৩৬টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। পিকেএসএফ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) যৌথভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মূল কম্পোনেন্ট দু'টি: (১) কাজের বিনিময় অর্থ কার্যক্রম এবং (২) দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম। প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি কাজের বিনিময় অর্থ কার্যক্রম এবং পিকেএসএফ দক্ষতা ও সামর্থ্য উন্নয়ন এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত অংশের নাম Rural Employment and Road Maintenance Programme-2 (RERMP-2) এবং পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়িত অংশের নাম Ultra Poor Programme (UPP)-Ujjibito| ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পটি বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের সকল ইউনিয়ন এবং চট্টগ্রাম বিভাগের লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার উপকূলবর্তী উপজেলাসমূহের সকল ইউনিয়ন অর্থাৎ কর্মএলাকার সর্বমোট ১,৭২৪টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৩.২৫ লক্ষ জন। এর মধ্যে আরইআরএমপি-২ সদস্য ২৭,৪০০ জন এবং পিকেএসএফ এর 'বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রম' ভুক্ত ২,৯৭,৬০০ জন।

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল টেকসইভাবে বাংলাদেশে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল কর্মএলাকায় বসবাসরত প্রায় ৩.২৫ লক্ষ নারী-প্রধান এবং অতিনাজুক অতিদরিদ্র খানাকে চরম দারিদ্র্য অবস্থা থেকে টেকসইভাবে প্রাগ্রসর করা। এ লক্ষ্য অর্জনে লক্ষ্যভুক্ত খানাসমূহের পারিবারিক আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি এ সকল খানার পুষ্টি নিরাপত্তা, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি, সম্পদ ভিত্তি এবং সামাজিক মর্যাদা উন্নয়নে সহায়তা করা হয়ে থাকে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উজ্জীবিত ফোরাম ও পুষ্টি কর্ণার গঠন করা, রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা, পুষ্টিগ্রাম উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে, পিকেএসএফ এর উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় ১,০০০ জন অতিদরিদ্র সদস্য/পরিবারের সদস্যদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সরাসরি সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে এসকল সদস্যদের কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আর্থিক সেবার পাশাপাশি বিভিন্ন অ-আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

কারিগরি প্রশিক্ষণ: জনশক্তি রূপান্তরে আবশ্যিকতা:

কারিগরি শিক্ষা বেকারত্ব তথা দারিদ্র্য দূরীকরণের অন্যতম হাতিয়ার। যেসব দেশে কারিগরি শিক্ষার হার যতবেশি সে দেশের মাথাপিছু আয় ততবেশি এবং তাদের জীবনযাত্রার মান বেশ উন্নত। কারিগরি শিক্ষার হার বেশি এমন কয়েকটি দেশ যেমন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি দেশের অধিবাসীদের মাথাপিছু গড় আয় ৮ হাজার থেকে ৪৫ হাজার মার্কিন ডলার। অন্যদিকে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় মাত্র ১৬০২ মার্কিন ডলার (বিবিএস ২০১৭)। এ থেকে অনুমান করাই যায় আমাদের দেশের দক্ষ জনশক্তির হার বেশ কম। 'ঢাকা ট্রিবিউন'-এর একটি প্রতিবেদন (২০১৭) অনুযায়ী দেশের ৯০ শতাংশ জনশক্তিই অপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বা অদক্ষ। শুধু অদক্ষতার কারণেই বাংলাদেশের শ্রমিকরা বিদেশে গিয়ে অন্যান্য দেশের শ্রমিকদের তুলনায় গড়ে প্রায় অর্ধেক মজুরীতে (২০৭৯ ডলার) কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে (অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৬)। দেশের অভ্যন্তরেও দক্ষ শ্রমিকের একটি বড় ধরনের ঘাটতি তৈরী হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে 'বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান' (২০১৭) হিসেব করে দেখিয়েছে দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির ধারা বজায় রাখতে ২০২১ সাল নাগাদ ৪০ লক্ষের বেশি প্রশিক্ষিত জনবলের দরকার হবে। এ বিষয়ে 'বিশ্বব্যাংক'-এর একটি তথ্যানুযায়ী দেশের জনমিতিক লভ্যাংশকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে বাংলাদেশকে প্রতিবছর ১৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। বর্তমানে দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার গুরুত্ব দিন দিন বাড়ছে। বর্তমান সরকার ঘোষিত 'ভিশন ২০২১' এ কারিগরি শিক্ষার হার ২০ শতাংশে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৩০% এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা ঘোষণা করেছে। বর্তমানে কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট এর হার ১৩%। প্রধানমন্ত্রীর ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত বাংলাদেশ গঠনে প্রত্যয় বাস্তবায়নে মূল ভূমিকা পালন করবে কারিগরি শিক্ষা। সরকার তাই কারিগরি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে এর অবকাঠামো, এনরোলমেন্ট, কারিকুলাম, প্রশিক্ষণসহ সবই ঢেলে সাজাচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই। দেশে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের ৯৫ ভাগই বেসরকারি, আর মাত্র ৫ ভাগ সরকারি। এই বৃহৎ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে জেনারেল বা সাধারণ শিক্ষায় পড়াশুনা শেষ করে অনেক যুবক-যুবতীরাই বেকার থাকছে। কিন্তু কারিগরি শিক্ষা নিয়ে কেউ বেকার থাকে না। শুধু চাকরি নয়, তারা নিজেরা একটি ল্যাব বা ওয়ার্কশপ করেও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পারে। বলা যায়, কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকায় কারিগরি শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ দিনদিন বাড়ছে। এছাড়া, কারিগরি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনশক্তিকে কর্মমূখী করে তোলা। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় হাতে-কলমে প্রায়োগিত শিক্ষা দেয়া হয়। বর্তমান প্রযুক্তি বিশ্বে প্রায়োগিক জ্ঞানে শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হয়ে উঠছে।

তাই সময়ের চাহিদা পূরণে কারিগরি প্রশিক্ষণের কোন বিকল্প নেই। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র যুবাদের ৩ মাস মেয়াদী বিবিধ ট্রেডে ১০০০ জনকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

উজ্জীবিত কারিগরি প্রশিক্ষণ ও আরবিটি প্রেক্ষিত

রেজাল্ট বেইস্‌ড ট্রেনিং বা আরবিটি হচ্ছে একটি ফলাফল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এ্যাপ্রোচ বা পন্থা; যার মূল লক্ষ্য হল সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং লগ ফ্রেম এ উল্লেখিত নির্দেশক এর প্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মূল্যায়ন। যাতে প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের পরিবর্তন (দৃশ্যমান কিংবা আর্থিকভাবে পরিমাপযোগ্য) ও প্রশিক্ষণ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; যা প্রকল্পের লগ ফ্রেমে উল্লেখিত নির্দেশক এ দৃশ্যমান অবদান রাখে এবং প্রকারন্তে প্রকল্প লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। ফলাফলভিত্তিক প্রশিক্ষণ বা আরবিটি একটি পরিকল্পিত, চলমান অথবা সম্পাদিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা, দক্ষতা, কার্যকারিতা, অভিঘাত এবং টেকসহিতা নিরূপণ করে। আরবিটি এ্যাপ্রোচ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা থেকে এবং এ প্রক্রিয়া শেষ হয় প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়নের মাধ্যমে। আরবিটির মূল ধাপসমূহ হলো ৬টি যথা ইনপুটস, একটিভিটিজ-১, একটিটিভিটিজ-২, আউটপুট, আউটকামস এবং ইমপ্যাক্ট। আমরা জানি প্রচলিত প্রশিক্ষণ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় ইনপুট, আউটপুট এর ওপর জোর দিয়ে সাধারণত ইনপুট, প্রসেস বা একটিভিটিজ নিয়ে কাজ করা হয়। এখানে প্রশিক্ষণ শিখণ চর্চার পরিবেশ বা প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সহযোগী পরিবেশ বিবেচনায় নিয়ে প্রশিক্ষণ আউটকাম এবং ইমপ্যাক্ট নিয়ে আলোচনা করা হয় না । কিন্তু আরবিটি ধাপ বা চেইন এ প্রশিক্ষণ পরবর্তী সহযোগী পরিবেশ সৃষ্টির ওপর সর্বাত্বক গুরুত্ব প্রদান করে। আরবিটি চেইন এ ইনপুটস বলতে লক্ষিত দল (প্রশিক্ষণার্থীগণ), প্রশিক্ষক ও রিসোর্স পারসন, পাঠ্য উপকরণ (কোর্স রিডিং মেটেরিয়েলস অর্থে), প্রশিক্ষণ ভেন্যু, প্রশিক্ষণ বাজেট, কোর্স আউট লাইন, প্রশিক্ষণ এইড ও প্রশিক্ষণ ক্যাটালগ ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। প্রশিক্ষণ একটিভিটিজ কে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা প্রশিক্ষণকালীন ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী। প্রশিক্ষণকালীন একটিভিটিজস বলতে টিএনএ সার্ভে ও প্রতিবেদন প্রণয়ন, কোর্স উদ্দেশ্য নির্ধারণ, প্রশিক্ষণ পরিচালনা, ফরমেটিভ এ্যাসেসম্যান্টে (প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণ প্রতিক্রিয়া ও শিখন মূল্যায়নকে বুঝানো হয়েছে), প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন, শিখণ প্রতিফলন (লার্নিং রিফ্লেকশান), প্রশিক্ষণ সমাপ্তী অঙ্গিকারনামা (পোস্ট ট্রেনিং কমিটমেন্ট) কে বুঝানোহয়েছে। প্রশিক্ষণ পরবর্তী একটিভিটিজস এ প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ সহায়ক কর্মপরিবেশ সৃষ্টির কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ ফলোআপ ও মনিটরিং, সহায়ক উপকরণ বা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুসারে সম্পদ হস্তান্তর এবং সেটার নিরাপত্তা নিশ্চয়তা বিধানকে একটিভিটিজ এর আওতায় বিবেচনা করা হয়। প্রশিক্ষণ আউটপুটস বা তাৎক্ষণিক ফলাফল বলতে প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণ থেকে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা, মনোভাব মূলত শিখনকে বুঝানো হয়েছে। প্রশিক্ষণ আউটকামস বা মধ্যবর্তী ফলাফল বলতে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের ফলে প্রশিক্ষণার্থীর পরিবর্তন (দৃশ্যমান কিংবা আর্থিকভাবে পরিমাপযোগ্য) কে বুঝানো হয়েছে এবং প্রশিক্ষণ ইমপ্যাক্ট বা চূড়ান্ত ফলাফল বলতে প্রশিক্ষণ পরিবর্তনের ফলাফল বা প্রভাবকে বুঝানো হয়েছে। উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় আরবিটি চেইন যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ ইনপুটস, একটিভিটিজ-১, এর অনুসঙ্গ বিশেষত প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণ প্রতিক্রিয়া ও শিখন মূল্যায়ন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে বাস্তবায়িত কারিগরি প্রশিক্ষণের আউটপুট, আউটকামস এবং ইমপ্যাক্ট বিবেচনায় নিয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ অভিঘাত মূল্যায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১,০০০ জন সদস্যের পারিবারিক দারিদ্র্য দূরীকরণে তাদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে; যা তাদের স্ব-স্ব পরিবারের আয় দারিদ্র্য হ্রাসে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

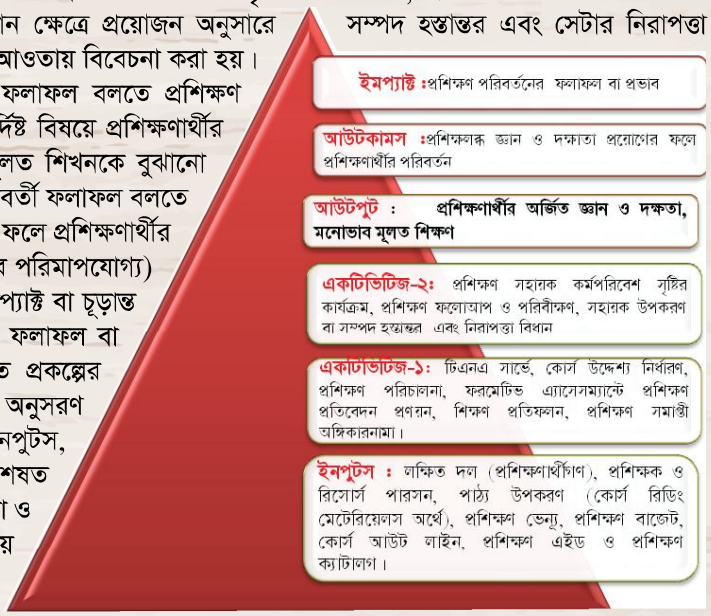

তথ্যসূত্র: ফকির, ভূঁইয়া, সাক্ষরতা বুলেটিন ২০১৮

কারিগরি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া

কারিগরি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র পিকেএসএফ নয়, পিকেএসএফ-এর সুনির্দিষ্ট সংখ্যক সহযোগী সংস্থা, সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থাসমূহ, প্রশিক্ষিত লোকবল নিয়োগদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং সর্বোপরি, প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা রয়েছে। প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াটি সংক্ষেপে নিম্নোক্তভাবে প্রদর্শন করা যায়:

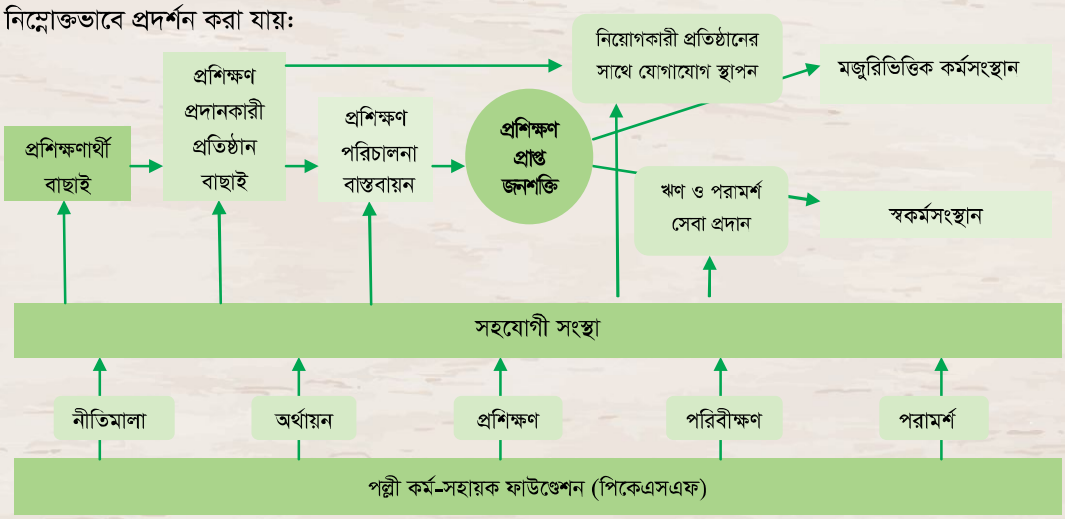

প্রশিক্ষথার্থী বাছাই

'ইউপিপি-উজ্জীবিত' প্রকল্প-এর আওতাভুক্ত পরিবারসমূহের নিবন্ধনকৃত সদস্য অথবা উক্ত পরিবারের সুস্থ ও কর্মক্ষম অন্যান্য যুব/যুবা সদস্য অর্থাৎ নিবন্ধনকৃত সদস্যের স্বামী বা ছেলে বা মেয়েকে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থী এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করবেন যে, তিনি প্রশিক্ষণ শেষে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে নিয়োজিত হবেন এবং তার উপার্জিত আয় কমপক্ষে ২ বছর খানার ব্যয় নির্বাহের কাজে সরাসরি ব্যবহৃত হবে। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণার্থী বাছাইয়ে প্রকল্পভুক্ত দুঃস্থ নারী প্রধান দরিদ্র পরিবারের সদস্য বা অতিদরিদ্র মহিলা সদস্য, কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী সদস্য বা প্রকল্পভুক্ত প্রতিবন্ধী পরিবারের সদস্যদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এছাড়া সকল শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে '৮ম শ্রেণি উত্তীর্ণ' হতে হবে, যদিও প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ট্রেডভিত্তিক আলাদা করা হয়েছে। তবে অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা

ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পভুক্ত ৩২টি সহযোগী সংস্থা হতে মোট ১,০০০ জন অতিদরিদ্র সদস্য/পরিবারের সদস্যকে ৩-মাস মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ১,০০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৩০ জন নারী এবং ৯৭০ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী। অর্থাৎ নারী প্রশিক্ষণার্থীর হার ৩%। প্রশিক্ষণটি সম্পূর্ণ আবাসিক এবং কর্মএলাকা হতে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান দূরবর্তী হওয়ায় নারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পটি দেশের ৪টি বিভাগের ২৮টি জেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে জেলাভিত্তিক দারিদ্র্যতা, দুর্গম অঞ্চল, বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়েছে। রাজশাহী বিভাগ হতে সর্বাধিক ৩৫% প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত হয়। অন্যদিকে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পরিচিত ভোলা জেলা হতে সর্বাধিক ১২% বা ১২০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নের সারণি: ১ ও ২ এ বিভাগ ও জেলা ওয়ারী প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা উল্লেখ করা হলো:

সারণি: ০১- বিভাগওয়ারি প্রশিক্ষণার্থীর তথ্য

ক্র/নং	বিভাগের নাম	জেলার সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	শতকরা হার
১	খুলনা	১০	২৯৭	২৯.৭০
২	বরিশাল	৬	২৪১	২৪.১০
৩	রাজশাহী	৮	৩৫০	৩৫.০০
৪	চট্টগ্রাম (উপকূলবর্তী জেলা)	৪	১১২	১১.২০
	মোট	২৮	১,০০০	১০০

সারণি: ০২- জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থীর তথ্য

ক্র/নং	জেলার নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	ক্র/নং	জেলার নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	ক্র/নং	জেলার নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
১	যশোর	৫৮	১১	বরিশাল	৪৬	২১	জয়পুরহাট	১৫
২	খুলনা	২৫	১২	বরগুনা	১৯	২২	নওগাঁ	৪০
৩	সাতক্ষীরা	৬৯	১৩	ভোলা	১২০	২৩	নাটোর	১৭
৪	নড়াইল	৯	১৪	পিরোজপুর	১৬	২৪	পাবনা	৩৯
৫	বাগেরহাট	২৮	১৫	ঝালকাঠি	২৯	২৫	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৬৪
৬	চুয়াডাংগা	২২	১৬	পটুয়াখালী	১১	২৬	বগুড়া	৫৪
৭	মাগুরা	২১	১৭	চট্টগ্রাম	২০	২৭	রাজশাহী	৮৩
৮	ঝিনাইদহ	২১	১৮	কক্সবাজার	৪০	২৮	সিরাজগঞ্জ	৩৮
৯	কুষ্টিয়া	২১	১৯	নোয়খালী	৪৬		মোট (জন)	১,০০০
১০	মেহেরপুর	২৩	২০	লক্ষ্মীপুর	৬			

প্রশিক্ষণের ট্রেড নির্বাচন

সংস্থা পর্যায়ে প্রশিক্ষণার্থী বাছাইয়ের প্রাথমিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আগ্রহী বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণে প্রশিক্ষণার্থীর সক্ষমতা এবং উক্ত ট্রেডে কর্মসংস্থানের সুযোগ, বাজার চাহিদা এবং সেবা বা পণ্যের বাজার ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রশিক্ষণ খাত/ট্রেড নির্বাচন করা হয়েছে এবং তাঁদের আগ্রহ বা চাহিদাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

প্রশিক্ষণার্থীর সক্ষমতা এবং চাহিদা বিশ্লেষণ করে মোট ০৮টি ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশী প্রায় ৫২% অর্থাৎ ৫১৯ জন প্রশিক্ষণার্থী ইলেকট্রিশিয়ান/ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং ট্রেডে এবং কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স, ফ্যাশন ডিজাইনিং ও ফুড প্রসেসিং ট্রেডে সবচেয়ে কম ১৫ জন করে প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। নিম্নের সারণি-৩ এ ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা উল্লেখ করা হলো:

সারণি: ৩- ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণার্থী

ক্র/নং	ট্রেডের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)	শতকরা হার	ক্র/নং	ট্রেডের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা (জন)	শতকরা হার
১	ইলেকট্রিশিয়ান/ইলেকট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং	৫১৯	৫১.৯০	৫	ড্রাইভিং	৮০	৮.০০
২	কনসিউমার ইলেকট্রনিক্স	১৫	১.৫০	৬	ফ্যাশন ডিজাইনিং	১৫	১.৫০
৩	মোটর সাইকেল মেকানিক্স	১০৫	১০.৫০	৭	কম্পিউটার এ্যাপ্লিকেশন	৩০	৩.০০
৪	মোবাইল ফোন সার্ভিসিং	২২১	২২.১০	৮	ফুড প্রসেসিং	১৫	১.৫০

প্রশিক্ষণের মেয়াদ

সকল প্রশিক্ষণার্থীকে ৩-মাস মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি ব্যাচে মোট প্রশিক্ষণ সময়কাল ছিল ৪৫০ ঘন্টা (শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন এবং দৈনিক সর্বোচ্চ ২ ঘন্টা বিরতি ব্যতিত)।

প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন

ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত কারিগরি প্রশিক্ষণসমূহ প্রকল্পভুক্ত সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ সংস্থার নিজস্ব ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের জন্য ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করেছে। অধিকাংশ সহযোগী সংস্থা সরকারি কারিগরি কেন্দ্র (টিটিসি) এবং বেসরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সম্পাদন করেছে। প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির কারিগরি বোর্ডের অনুমোদন থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বা ভাড়া করা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও আবাসিক ভেন্যু থাকা, ব্যাচ প্রতি সংশ্লিষ্ট ট্রেডে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কমপক্ষে ২ জন নিজস্ব প্রশিক্ষক বা চুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষক পুল থেকে ২ জন প্রশিক্ষক কর্তৃক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা, সকল প্রশিক্ষণার্থীর বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সার্টিফিকেট প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত সংশ্লিষ্ট ট্রেড-এর সুনির্দিষ্ট সিলেবাস অনুসরণ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বছরের এপ্রিল-জুন সেশনের আওতায় ৩-মাস মেয়াদী কোর্সে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নিশ্চিত করে বোর্ড সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

বর্ণিত শর্তাদি নিশ্চিত করে সহযোগী সংস্থাসমূহের ব্যবস্থাপনায় সর্বমোট ১৯টি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৬৬টি ব্যাচে মোট ৮টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ট্রেডভিত্তিক ১৫ জনের সমন্বয়ে গঠিত একেকটি ব্যাচের শিক্ষার্থীকে তাদের নিকটস্থ সরকারি এবং বেসরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে ৩-মাস যাবৎ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণপূর্বক কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সার্টিফিকেট পেয়েছে। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ব্যয় প্রকল্প হতে বহন করা হয়েছে। ১৯টি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: সরকারি, বেসরকারি এবং পিকেএসএফভুক্ত সহযোগী সংস্থার কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) এর ৭টি কেন্দ্র, ৫টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং পিকেএসএফভুক্ত ৭টি সহযোগী সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে মোট ৬৬ ব্যাচ কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারি, বেসরকারি এবং পিকেএসএফভুক্ত সহযোগী সংস্থার কারগিরি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যথাক্রমে ৪২%, ৩০% ও ২৮% প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। এককভাবে মুসলিম এইড টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট (মেইট), যশোর এর মাধ্যমে সর্বোচ্চ ১৭ ব্যাচ কারিগরি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়েছে যা বাস্তবায়িত মোট ব্যাচের ২৬ ভাগ। নিম্নের সারণি: ০৪ এ বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো:

সারণি: ৪- প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ব্যাচ আয়োজন

ক্র/নং	বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	ব্যাচ সংখ্যা	ক্র/নং	পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থাভুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	ব্যাচ সংখ্যা
১	মুসলিম এইড, যশোর	১৭	১	টিএমএসএস প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৭
২	মুসলিম এইড, চট্টগ্রাম	৪	২	জেটিআই, যশোর	১
৩	কারিতাস বাংলাদেশ	২	৩	আরআরএফ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১
৪	নোয়াখালী আইডিয়াল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	৩	৪	ওয়েভ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৩
৫	ইউসেপ বাংলাদেশ	২	৫	আশ্রয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১
			৬	হীড প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৪
			৭	উদ্দীপন ট্রেনিং সেন্টার	৩
	মোট	২৮		মোট	২০

ক্র/নং	সরকারি প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান	ব্যাচ সংখ্যা
১	টিটিসি, রাজশাহী	৪
২	টিটিসি, পাবনা	২
৩	টিটিসি, গোপালগঞ্জ	১
৪	টিটিসি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ	২
৫	টিটিসি, বরিশাল	৩
৬	টিটিসি, ভোলা	৪
৭	টিটিসি, নাটোর	২
	মোট	১৮

কর্মসংস্থাপন প্রক্রিয়া

প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব Job Placement Unit এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ট্রেড সংশ্লিষ্ট চাকুরীতে সংস্থাপনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করে প্রশিক্ষণার্থীদের চাকুরীভিত্তিক বা মজুরিভিত্তিক নিয়োগের জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। প্রশিক্ষণ চলাকালে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষার্থীদের পারিবারিক দায়িত্ববোধ, সামাজিক মূল্যবোধ, যোগাযোগ কৌশল, ক্ষুদ্র ব্যবসা স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা, চাকুরী প্রাপ্তির জন্য করণীয় ইত্যাদি নানা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অবহিত করে যা শিক্ষার্থীকেকর্মে সংস্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সহযোগী সংস্থাসমূহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের পরিচিত করানো এবং নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেছে। এছাড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যেসব শিক্ষার্থী স্বকর্মসংস্থানে নিয়োজিত হতে ইচ্ছুক, সংস্থাসমূহ তাদেরকে উপযুক্ত ঋণ প্রদানের মাধ্যমে স্বকর্মে ক্যারিয়ার গড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে।

প্রশিক্ষণ পরিবীক্ষণ

প্রশিক্ষণার্থী বাছাই, প্রশিক্ষণ চলাকালীন এবং প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে পিকেএসএফ কর্তৃক সকল কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। বিশেষ করে প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ট্রেড বা খাতের চাহিদা মাফিক ঋণ প্রদান করা হয়েছে কি-না, মজুরী ভিত্তিক/স্ব-কর্মে নিয়োজিত করা হয়েছে কি-না এ বিষয়সমূহ সহযোগী সংস্থার উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়মিত ফলোআপ নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হওয়ার পর প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর কর্মসংস্থান, আয়, পারিবারিক সম্পদ ও জীবনযাত্রার মান নিয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অনুবর্তীমূলক প্রতিবেদন তৈরি করে সংস্থা পর্যায়ে সংরক্ষণ এবং পিকেএসএফ বরাবর প্রেরণ করছে।

> “মানুষের ইচ্ছা শক্তিকে ভিতর থেকে অবিরাম তাড়িত করে শিক্ষা, শিখণ ও প্রশিক্ষণ। বিজ্ঞরা বলেন, মানুষকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার প্রক্রিয়ার প্রবাহমান ধারাকে বেগমান করার অত্যাবশ্যকীয় বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত কৌশল হল প্রশিক্ষণ। তাই প্রশিক্ষণ কোন সমাজ ব্যবস্থায় পিছিয়ে পড়া নির্দিষ্ট শ্রেণি, পেশা বা গোষ্ঠীর কোন বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান বুদ্ধি, মনোগঠিত পরিবর্তন ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জীবনমান পরিবর্তনে নিয়ামক স্বরুপ। ”

কারিগরি প্রশিক্ষণভিত্তিক গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল মূল্যায়ন

> “ দেশে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ। এর মধ্যে আবার বেশির ভাগই তরুণ। এ বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী-কে প্রয়োজন দক্ষ কর্মশক্তিতে রুপান্তরিত করা। তাহলে সেবা ও শিল্পখাতের বহমান বৃদ্ধির ধারা আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে। এক্ষেত্রে কর্মমূখী প্রশিক্ষণ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে ”

সমীক্ষার উদ্দেশ্য, কর্মএলাকা ও পরিচালন পদ্ধতি

সমীক্ষার উদ্দেশ্য

সমীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য রয়েছে এমন ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পভুক্ত পরিবারের আয়-দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে কিনা অর্থাৎ উক্ত পরিবারসমূহের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখা। এছাড়া যদি উক্ত পরিবারসমূহের আয় বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, তবে তার অভিঘাত সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করার বিষয়েও প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

কর্মএলাকা

ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প দেশের ৪টি বিভাগ অর্থাৎ রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের ২৮টি জেলার ১৮৮টি উপজেলাধীন ১,৭২৪টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্ণিত ৪টি বিভাগের ভূ-প্রকৃতি, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, জনসংখ্যা, কৃষি-পরিবেশ অঞ্চল, সামাজিক পরিবেশ ও সংস্কৃতি ইত্যাদি আলাদা হলেও উক্ত বিভাগসমূহে বসবাসরত অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমানে বেশ সামঞ্জস্য রয়েছে। সর্বমোট ৩৬টি সহযোগী সংস্থা ৭৬৬টি শাখার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিভাগ-ওয়ারী কর্মরত সহযোগী সংস্থার তালিকা নিম্নরূপ:

ক্র/নং	বিভাগের নাম	কর্মরত সহযোগী সংস্থা
১	রাজশাহী	প্রয়াস মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র, আশ্রয়, জাকস ফাউণ্ডেশন, রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক), প্রোগ্রাম ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (পিসিডি), ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ (টিএমএসএস) গ্রাম উন্নয়ন কর্ম (গাক), শতফুল বাংলাদেশ, ইকো-সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইএসডিও), ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি), এহেড সোশ্যাল অর্গানাইজেশন (এসো), পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার।
২	খুলনা	জাগরণী চক্র ফাউণ্ডেশন, উন্নয়ন প্রচেষ্টা, উন্নয়ন, নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন, সাতক্ষীরা উন্নয়ন সংস্থা, সমাধান, শিশু নিলয় ফাউন্ডেশন, আদ-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার, রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফাউন্ডেশন (আরআরএফ) এবং ওয়েভ ফাউন্ডেশন।
৩	বরিশাল	পরিবার উন্নয়ন সংস্থা, গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা, কোস্টাল এ্যাসোসিয়েশন ফর সোশ্যাল ট্রান্সফরমেশন ট্রাস্ট, ইউনাইটেড ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভস ফর প্রোগ্রাম এ্যাকশান্স (উদ্দীপন), সংগঠিত গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সংগ্রাম), কারসা ফাউণ্ডেশন, পল্লী প্রগতি সমিতি, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (কোডেক) ডাক দিয়ে যাই।
৪	চট্টগ্রাম	সাগরিকা সমাজ উন্নয়ন সংস্থা, প্রত্যাশী, দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা এবং সোসাইটি ফর ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভস (এসডিআই), রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)।

সমীক্ষা পরিচালন পদ্ধতি

প্রকল্পের আওতায় সংগঠিত ১,০০০ জন সদস্যের পারিবারিক দারিদ্র্য দূরীকরণে তাদেরকে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদেরকে কর্মসংস্থানে নিয়োজনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। উক্ত ১,০০০ জনকে Population Size ধরে ৯৫% Confidence Interval -এ হিসাব করলে Sample Size হয় ৩৫৫ জন। সমীক্ষা পরিচালনার ক্ষেত্রে লোকবল সংকট, সময় সল্পতা, প্রকল্পের কর্মএলাকার ভৌগলিক অবস্থান ও ভিন্নতা ইত্যাদি বিবেচনায় 'দৈবচয়ন পদ্ধতি'তে প্রকল্পভুক্ত পরিবারের ২০০ জন কারিগরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্যকে একটি অভিন্ন প্রশ্নমালার আলোকে সরেজমিনে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে Data সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর থেকে কমপক্ষে ৬-মাস অতিবাহিত হয়েছে এমন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সদস্যকে Respondents হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। যেহেতু প্রকল্পটি দেশের রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগে চলমান, সেহেতু প্রত্যেক বিভাগ হতে কমপক্ষে ২৫জন করে Respondents –এর সাক্ষাতকার গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া Data সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়নে Kirkpatrick Model-কে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। অতঃপর সংগৃহীত Data বিশ্লেষণ করে অত্র প্রকাশনার ফলাফল অংশে সমীক্ষার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তথ্যাদি উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া সহযোগী সংস্থাসমূহ, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থাসমূহ ও নিয়োগদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য ও তাদের অভিভাবকবৃন্দের সাথে প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে একাধিক বৈঠক ও আলোচনা করা হয়েছে।

> "সময়ের বির্তনে প্রশিক্ষণ আজ শুধু প্রশিক্ষণার্থীর জ্ঞান বিকাশ দক্ষতা বৃদ্ধি আর মনোবৃত্তি পরিবর্তনের বিশেষ কোন প্রক্রিয়া নয়, প্রশিক্ষণ আজ মানব সম্পদ উন্নয়নের উন্নতর প্রযুক্তি।"

প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ

প্রশিক্ষণের সার্বিক মান

প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে প্রশিক্ষণের সার্বিক মান (যেমন: বাসস্থান, খাবার, প্রশিক্ষক, বিনোদন ইত্যাদি) কেমন ছিল- এ বিষয়ে সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা করা হলে ৯১% প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের মান খুব ভালো ছিল বলে মতামত প্রদান করে। এছাড়া, ৯% প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণের মান মোটামুটি ছিল বলে মতামত প্রদান করে।

প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট ট্রেড কর্মসংস্থানগত চিত্র

প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে বর্তমানে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে কাজে নিয়োজিত আছেন কিনা- এ বিষয়ে সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, ৮৯% প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ট্রেডে কাজে নিয়োজিত রয়েছে। ১১% প্রশিক্ষণার্থী সংশ্লিষ্ট ট্রেডে কাজ না করলেও তারা অন্য কোন না কোন কাজ করছে।

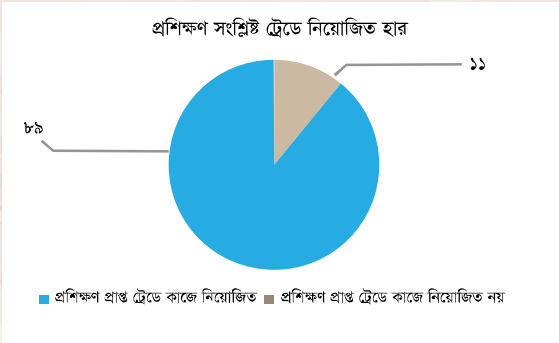

প্রশিক্ষণ পরবর্তী পেশাগত কাজের ধরণ

সংশ্লিষ্ট ট্রেডে চাকরি করছে, স্বকর্মসংস্থান (নিয়মিত/অনিয়মিত) এবং ঘন্টা বা চুক্তিভিত্তিক কাজ করছে এই তিনটি ভাগে বিভক্ত করে কর্মসংস্থানের ধরন বিষয়ে সমীক্ষায় দেখা যায়- প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে ১৮ ভাগ প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ট্রেডে চাকরি করছে। ২১ ভাগ প্রশিক্ষণার্থী স্বকর্মসংস্থানে নিয়োজিত রয়েছেন এবং ৫৯ ভাগ প্রশিক্ষণার্থী চুক্তিভিত্তিক কর্মে নিয়োজিত রয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২ ভাগ সদস্য বিদেশে কর্মসংস্থানে নিয়োজিত রয়েছে এবং ২ ভাগ সদস্য সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছে।

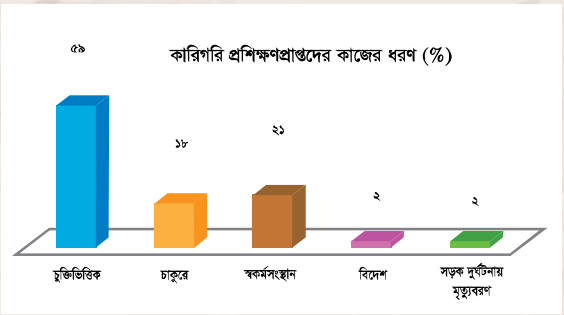

পারিবারিক আয়বৃদ্ধির চিত্র

সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, প্রশিক্ষণ গ্রহণের পূর্বে ৮৭% প্রশিক্ষণার্থীর মাসিক আয় ছিল সর্বোচ্চ চার হাজার টাকা এবং ১৩% প্রশিক্ষণার্থীর মাসিক আয় ছিল চার হাজার টাকার ওপরে। প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে কাজে নিয়োজিত হবার ফলে ২২.৫% প্রশিক্ষণার্থী মাসিক আট হাজার টাকার ওপরে আয় করছে, ৩৫.৫% আয় করছে চার হজাজার থেকে আট হাজার টাকার মধ্যে এবং ৪২% প্রশিক্ষণার্থী মাসিক চার হাজার টাকার মধ্যে আয় করছে।

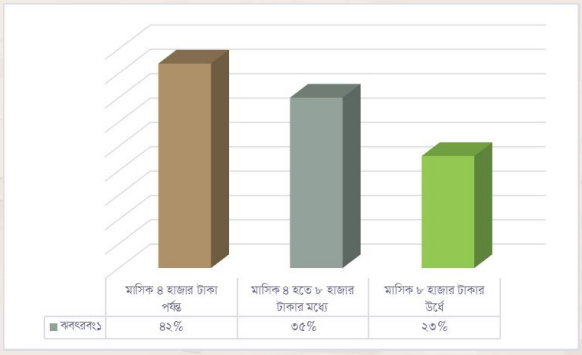

আয়বৃদ্ধিজনিত অভিঘাত

কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম শর্ত ছিল প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে উপার্জিত আয় দ্বারা পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। এক্ষেত্রে সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রায় সকলেই এই উপার্জিত আয় দ্বারা পারিবারিক বা সাংসারিক খরচ, লেখাপড়ার খরচ, জামা-কাপড় তৈরি এবং অন্যান্য যেমন: সম্পদ বা সম্পদ ক্রয়ে সহায়তা করেছেন। পারিবারিক বা সাংসারিক খরচের বাইরেও ৫৩% প্রশিক্ষণার্থী সম্পদ বা সম্পদ ক্রয়ে সহায়তা করেছেন। এসবের মধ্যে ঘর তৈরি, আসবাবপত্র তৈরি বা ক্রয়, ইলেকট্রনিক সামগ্রী ক্রয়, অলংকার ক্রয় এবং জমি ক্রয় বা বন্ধক নেয়া অন্যতম।

> “বহুবিধ চর্চায় একজন প্রশিক্ষক হয়ে উঠেন ফলদ গাছের মতো পরিপূর্ণ এবং আঁচড় কাটতে পারেন প্রশিক্ষণার্থীর হৃদয়ে, প্রতিফলিত হন তাদের কর্মে এমনকি তাদের আদর্শিক দিক থেকেও।”

চ্যালেঞ্জসমূহ:

- কারিগরি প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য হলো প্রকল্পের অতিদরিদ্র সদস্যের পরিবারের বেকার যুবাদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা। প্রশিক্ষণের চাহিদা বিশ্লেষণে প্রশিক্ষণার্থীদের বিভিন্ন চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। ফলে ট্রেডভিত্তিক ব্যাচ নির্ধারণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।
- কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য যথাযথ বা উপযুক্ত প্রশিক্ষণার্থী বাছাই একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। কারণ অনেক ক্ষেত্রে সদস্য তার প্রকৃত তথ্য গোপন করে থাকে। যেমন: বর্তমানে লেখাপড়ার সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও সে তথ্য গোপন করে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে পুনরায় লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করায় তাকে সংশ্লিষ্ট কাজে সম্পৃক্ত করা কষ্টসাধ্য হয়ে যায়।
- প্রশিক্ষণার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়, গ্রামাঞ্চলে বেকার যুবাদের সংখ্যার প্রাচুর্য্যতা দৃশ্যমান হলেও মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণে তারা অনাগ্রহী। নিজের বাড়ি ছেড়ে দীর্ঘদিন অন্য একটি আবাসস্থলে থেকে আপাতঃ কষ্টকর একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণের মানসিক কষ্ট সহ্য করতে না চাওয়াই-এর অন্যতম কারণ। এর ফলে প্রশিক্ষণ শুরুর ১-২ সপ্তাহের মধ্যে প্রশিক্ষণার্থী ড্রপ-আউটের হার প্রায় ৫-১০ ভাগ।
- প্রশিক্ষণার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী ট্রেড নির্বাচন করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। যেমন: মোবাইল ফোন সার্ভিসিং ট্রেড নির্বাচন করতে হলে সদস্যকে ন্যূনতম অষ্টম শ্রেণি পাশ হতে হবে। বাস্তবে এ জাতীয় ট্রেডে ব্যাপক চাহিদা থাকলেও শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হয় না।
- প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত ফলোআপ করা একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জিং কাজ। কারণ প্রকল্পের কর্মএলাকা ব্যাপক ও বিস্তৃত হওয়ায় সবসময় সকল সদস্যকে ফলোআপের মধ্যে রাখা সম্ভব হয় না।
- বাজেট স্বল্পতার কারণে সকল প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রদান করা সম্ভব হয় না। অধিকাংশ সদস্য অতিদরিদ্র পরিবারের সদস্য হওয়ায় তারা যথাসময়ে উপকরণ ক্রয় করতে না পারায় ধীরে ধীরে এ কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।
- প্রকল্পের আর্থিক সংস্থান না থাকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের একটি নির্দিষ্ট সময় পরে রিফ্রেশার্স প্রদান করা সম্ভব হয় না। কিন্তু বাস্তবে সদস্যদের সাথে আলোচনায় দেখা যায়, একটি নির্দিষ্ট সময় পর রিফ্রেশার্সের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে।

সুপারিশমালা

- একদা মনে করা হতো যে, ৩-৬ মাস মেয়াদি বা মধ্যম মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য অতিদরিদ্র, বেকার এবং উপযুক্ত প্রশিক্ষণার্থী খুঁজে পাওয়া বেশ সহজ হবে, যেহেতু আমাদের চারপাশে এ ধরনের আগ্রহী বেকারের সংখ্যা অত্যধিক এবং দিনে দিনে তা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। সদস্য বাছাই নিয়ে সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে কথা বলে জানা যায়, গ্রাম-এলাকায় এ জাতীয় বেকার সংখ্যার প্রাচুর্য্যতা দৃশ্যমান হলেও মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণে তারা অনাগ্রহী। নিজের বাড়ি ছেড়ে দীর্ঘদিন অন্য একটি আবাসস্থলে থেকে আপাতঃ কষ্টকর একটি প্রশিক্ষণ গ্রহণের মানসিক কষ্ট সহ্য করতে না চাওয়াই-এর অন্যতম কারণ। শহর এলাকা হতে প্রত্যন্ত গ্রাম-এলাকার দিকে এ ধরনের প্রবণতার উর্ধ্বগতি লক্ষ্যণীয়। এ প্রেক্ষিতে, প্রশিক্ষণার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীর অভিভাবকের কথায় প্রভাবিত না হয়ে বরং প্রশিক্ষণার্থীর সদিচ্ছা, পরিবারের প্রতি তার দায়বদ্ধতা ও কর্তব্যবোধ, বাড়ির প্রতি দুর্বলতা (Home-sickness) কম থাকা, নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে পারার ক্ষমতা এবং সর্বোপরি কঠোর পরিশ্রম করার মানসিকতা ইতিবাচক হওয়া বাঞ্চনীয়।

- প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কথা বলে জানা যায়, প্রশিক্ষণ শুরুর প্রথম ১-২ সপ্তাহের মধ্যে প্রশিক্ষণার্থীদের একটা বড় অংশ ঝরে পড়ে। বাড়ির প্রতি দুর্বলতা (Home-sickness) এবং নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে না পারার কারণে ৫-১০ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে বাড়ি ফিরে যায়। এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রত্যেক ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থী চূড়ান্ত করার সময় অতিরিক্ত ১৫ শতাংশ শিক্ষার্থীর একটি তালিকা 'অপেক্ষমান' হিসেবে প্রস্তুত রাখা যেতে পারে।

- প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলাপ করে অবহিত হওয়া গিয়েছে যে, ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের কারিকুলামে থিউরি অংশ সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ এবং ব্যবহারিক অংশ ৮০ শতাংশ হওয়া বাঞ্চনীয়। এমনকি প্রশিক্ষণ শেষ করে বর্তমানে কর্মে নিয়োজিত এমন একাধিক শিক্ষার্থী উপরিউক্ত বিষয়টি সমর্থন করে জানিয়েছে, কর্মক্ষেত্রে তারা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উপযোগিতার বিষয়টি বেশ বুঝতে পেরেছেন।

- প্রশিক্ষণ চলাকালীন অধিকাংশ শিক্ষার্থী এ বিষয়ে একমত পোষণ করেছেন যে, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক দক্ষ এবং বন্ধু বাৎসল প্রশিক্ষক নিয়োগ; প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিতকরণ; খাদ্য, আবাসন ও নিরাপত্তার সুব্যবস্থা; এবং সামগ্রিকভাবে একটি সৃজনশীল প্রশিক্ষণ পরিবেশ সৃষ্টি করা হলে প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ হয়।

- প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীদের অনেকেই জানিয়েছে, প্রশিক্ষণ চলাকালীন তাদের পারিবারিক দায়িত্ববোধ, সামাজিক মূল্যবোধ, যোগাযোগ কৌশল, ক্ষুদ্র ব্যবসা স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা, চাকুরী প্রাপ্তির জন্য করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে অবহিতকরণের ফলে তারা চাকুরী, ব্যবসা, নিজস্ব কর্ম ও পারিবারিক দায়িত্ব পালনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বেশ কুশলী ও সাহসী হয়েছেন।

- প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের কাজটি যথাযথভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রেড সংশ্লিষ্ট উপকরণ প্রদান করা যেতে পারে। এছাড়াও, একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের পর স্বল্প সময়ের জন্য হলেও রিফ্রেশার্স প্রদান করা।

আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ক্রমান্নতির জন্য অনুদান ও কারিগরি পরামর্শ এবং পুষ্টি ও স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ সেবার পাশাপাশি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অতি-দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম 'ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্প'-এর অন্যতম বিশেষ অনুষঙ্গ। কারিগরি প্রশিক্ষণ অতি-দরিদ্র পরিবারের কর্মক্ষম ও বেকার সদস্যদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং টেকসইভাবে পারিবারিক আয়বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে সহায়তা করেছে। ফলে দরিদ্র পরিবারসমূহের বহুমাত্রিক দারিদ্র্য অনেকাংশে হ্রাস পেতে শুরু করেছে এবং তাদের সার্বিক জীবনমানে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। আশা করা যায়, কারিগরি প্রশিক্ষণ দারিদ্র্য দূরীকরণের পাশাপাশি অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের মানব মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে।

কর্মের পরিবৃত্তি

"উন্নত বিশ্বে কারিগরি শিক্ষার হার ৬০ শতাংশ; যা বাংলাদেশে প্রায় ৮ শতাংশের মত। এ থেকে উত্তরণে সরকার আগামি ২০২০ সালের মধ্যে এ সংখ্যা ২০ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে; যা একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলে ধারণা করা হয়"

নোমান: প্রশিক্ষণে দারিদ্র্য জয়

প্রত্যন্ত গ্রামের অতিদরিদ্র পরিবারের ছেলে মোঃ নোমান। সে ভোলা জেলার চরফ্যাসন উপজেলার ওমরপুর গ্রামের একজন স্থায়ী বাসিন্দা। বাবা মোঃ ওবায়েদ উল্যাহ পেশায় একজন ক্ষুদ্র কৃষক। কৃষি কাজ করেই কোন রকমভাবে ৬ সদস্যের সংসার চালাতে হয়। তার মাসিক গড় আয় ছিল মাত্র ছয় হাজার টাকা। নোমানের মা বাবা ছাড়াও তার এক বড় ভাই ও দুই ছোট ভাই বোন রয়েছে। অনেক অভাবের মাঝেও তার বাবা সন্তানদের লেখাপড়া করান। নোমানের মা বিবি ফাতেমা বেগম একজন গৃহিনী। তিনি উজ্জীবিত প্রকল্পের একজন সদস্য। তাঁর ছেলে নোমানকে উজ্জীবিত কর্মসূচির আওতায় ভোলায় হীড টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে ৩মাস ব্যাপী মোবাইল সার্ভিসিং এর একটি প্রশিক্ষণ করানো হয়। প্রশিক্ষণ শেষে নোমান তার বাবার কিছু জমানো টাকা দিয়ে স্থানীয় বাজার ভূঁইয়ারহাটে একটি মোবাইল সার্ভিসিং এর দোকান দেন। বর্তমানে নোমান দৈনিক ৪০০/- টাকা হারে মাসে গড়ে ১২ হাজার টাকা আয় করেন। নিজের উপার্জিত এই টাকা দিয়ে তিনি বর্তমানে অনার্সে পড়ালেখা করার পাশাপাশি সংসারের খরচ এবং ছোট ভাই বোনের পড়ালেখার খরচ বহন করেন। তার ছোট বোন ৯ম শ্রেণিতে ও ছোট ভাই ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত।

কারিগরি প্রশিক্ষণের প্রতিফল, আল আমিনের ভাগ্য বদল

নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলার একটি ছোট্ট গ্রামের নাম "পাঁকা"। এই গ্রামেই মা ও ছোট ভাইকে নিয়ে বসবাস করে মোঃ আল আমিন। তাঁর মা আছিয়া বেগম উজ্জীবিত প্রকল্পের সদস্য। দিন মজুরী করে কোন মতে তার মা তাদের দুই ভাইকে বড় করে তোলেন। শত অভাব সত্বেও আল আমিনকে তার মা এসএসসি পাশ করান। আল আমিন উজ্জীবিত প্রকল্প হতে ইকেট্রিক্যাল এন্ড হাউস ওয়্যারিং এর ওপর (৩ মাস মেয়াদী) ৯০ দিনের একটি প্রশিক্ষণ রাজশাহী টিটিসি থেকে গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের পর নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে বাগাতিপাড়া উপজেলার নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার খন্ডকালীন কাজ পায় তিনি। দূরদুরান্ত হতে কাজের ডাক পাওয়ায় আল আমিন তার কাজের সুবিধার জন্য প্রকল্পের বুনিয়াদ কার্যক্রম হতে ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে একটি সেকেন্ড হ্যান্ড মোটর সাইকেল ক্রয় করেন। বর্তমানে তিনি প্রায় ৮ হাজার টাকা মাসে আয় করেন। নিজের উপার্জিত অর্থ দিয়েই তাদের সংসার চলে। পাশাপাশি নিজের এবং ছোট ভাইএর লেখাপড়াও চালিয়ে যাচ্ছেন আল আমিন। সে বর্তমানে ডিগ্রি তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। আল আমিন বলেন, 'গ্রামের যে কারো বাড়ি বা পল্লী বিদ্যুতের যে কোন ইলেক্ট্রিক কাজে আমার ডাক পড়ে। আমি আজ গ্রামের অতি পরিচিত এক মুখ। কিন্তু অল্প কিছুদিন আগেও আমাকে কেউ চিনতো না।'

প্রত্যহ আয়, ইউনুসের জীবন বদলায়

কুতুবদিয়া আলী আকবর ডেইল এর ফতেহ আলী সিকদার পাড়ার মোহাম্মদ ইউনুসের বাবা মা ভাই বোন সহ ছয় জনের পরিবার। বাবা শারীরিক কারণে কাজ কর্ম করতে অক্ষম। ইউনুসের মা ছমুদা বেগম উজ্জীবিত প্রকল্পের সদস্য। ছেলে মেয়েদের ভরণপোষণ ও লেখাপড়া চালাতে হিমসিম খেতে হয় ছমুদা বেগমের । অভাবের কারণে মেঝ ছেলে মোহাম্মদ ইউনুস লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়েছে। উজ্জীবিত প্রকল্প হতে মোহাম্মদ ইউনুসকে ইলেকট্রিক হাউজ ওয়ারিং এর উপর তিন মাসের কারিগরি প্রশিক্ষণ মুসলিম এইড ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, চট্টগ্রামে প্রদান করা হয়। ইউনুস বলেন, প্রশিক্ষণ শেষে আমার নতুন জীবন শুরু হয়। কুতুবদিয়ার বিখ্যাত ফোর স্টার ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কসপ এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিদ্যুৎ, সৌর বিদ্যুৎ কাজ করতে থাকেন মোহাম্মদ ইউনুস। ইউনুস এখন মাসে ১৫ থেকে ১৬ হাজার টাকা আয় করেন। পরিবারে তিনি এখন একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। দুই ভাই আর এক বোনকে লেখা পড়া করাচ্ছেন ইউনুস।

সুলতান শেখ ও তাঁর পরিবর্তিত জীবনধারা

বাগেরহাট জেলার সুলতানপুর গ্রামের অতিদরিদ্র পরিবারের সন্তান সুলতান শেখ। তাঁর মা রোজিনা বেগম পরের বাড়িতে কাজ করে এবং বাবা জাকির শেখ অন্যের জমিতে শ্রম দিয়ে কোন রকমে ৬ জনের এই সংসারের ভরনপোষণ যোগান। অভাবের কারণে সুলতান শেখ পঞ্চম শ্রেনি পাশ করে আর পড়ালেখা করতে পারেন নি। তাঁর বাবার সাথে তিনিও জমিতে শ্রম দিয়ে সংসারের খরচ যোগাতেন। সুলতানকে উজ্জীবিত প্রকল্প হতে তিন মাস ইলেক্ট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং কাজের ওপর কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ পরবর্তী সুলতান শেখ স্থানীয় বেসরকারী একটি বিদেশি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি পান। তিনি বর্তমানে মাসে ১০ হাজার টাকা থেকে ১২ হাজার টাকা আয় করছেন।

> “একজন প্রশিক্ষকের পরিপূর্ণতা মাপার ব্যারোমিটারের স্কেল হলো তিনটি যথা বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, উপস্থাপন কৌশল ও লিখন প্রতিভা।”

জহিরুল: শুধু তার আর্থিক নয়, সামাজিক মর্যাদাও বৃদ্ধি হয়

যশোর জেলার বাঘারপাড়া উপজেলার মহিরন গ্রামের উজ্জীবিত প্রকল্পের সদস্য জুলেখা বেগম। তাঁর স্বামী মো: আফতারুজ্জাম একজন দরিদ্র কৃষক। পাঁচজনের এই পরিবারটির ভরনপোষণ তাঁর স্বামী একাই বহন করেন। এই দরিদ্রতার মধ্যেও আখতারুজ্জামান সন্তানদের পড়ালেখা করানো বন্ধ করেননি। প্রকল্পের সদস্য হিসাবে জুলেখা বেগমের সন্তান মোঃ জহিরুল ইসলাম ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্প থেকে তিন মাস ইলেক্ট্রিক্যাল হাউজ ওয়ারিং কাজের ওপর কারিগরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ পরবর্তী যশোর পল্লীবিদ্যুৎ সমিতিতে জহিরুল যোগদান করেন। এখানে কাজ কওে তিনি মাসে দশ হতে বারো হাজার টাকা আয় করেন।

"জহিরুল বলেন আমি অনেক অভাব অনটনের ভিতর দিয়ে এসএসসি পাশ করি। তারপর আর্থিক অভাবের কারণে আমি আর লেখাপড়া করতে পারি নাই। আমি একজন বেকার ছেলে। আমি এসএসসি পাশ করে কোন কাজ না পেয়ে দীর্ঘদিন বেকার জীবন কাটাই। শেষ পর্যন্ত আমি কোন কাজ না পেয়ে বাবার সাথে মাঠে কৃষি কাজ শুরু করি। কিন্তু এভাবে ভবিষ্যতহীন কর্ম করতে মন চাচ্ছিল না। একটা ভবিষ্যত হয় এ রকম কাজের সন্ধান করছিলাম। তারপর আমি আরআরএফ-এ যোগাযোগ করে তিন মাস ভালভাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি।"

জহিরুল আরও বলেন, আমি এখন একজন ভালো মানের ইলেকট্রিশিয়ান হিসাবে সবার কাছে পরিচিত। এই প্রশিক্ষণ পেয়ে আমার বেকার জীবন দুর হয়েছে। আমাকে সম্মান দিয়েছে, আমার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার পরিবারে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে,আমার পরিবারের অভাব দূর হয়েছে। সব মিলিয়ে উজ্জীবিত প্রকল্প আমাকে একটা সুন্দর জীবন উপহার দিয়েছে।'

“ রাজমিস্ত্রীর জোগালী ছিলাম। ইট দিয়া কত মানুষের ঘর বানাইছি,
এখন মোটর সাইকেল মেকানিক্স হইয়া যা আয় করছি তা দিয়া
এইবার নিজের ঘর বানাইব ”

জাকিরুল: কারিগরি শিক্ষায়, জীবন বদলায়

জয়নব বেগম বগুড়া জেলার জালশুকা গ্রামের উজ্জীবিত প্রকল্পের সদস্য। তাঁর স্বামী রিক্সা চালিয়ে ৫ জনের এই পরিবারটি ব্যয় নির্বাহ করেন। জাকিরুল পরিবারের ৩ ভাইবোনের মধ্যে সবার বড়। কোনমতে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। পাশের বাড়ির হাবিবুর চাচার সাথে রাজমিস্ত্রীর হেলপার হিসেবে কাজ করে তিনি। উজ্জীবিত প্রকল্প হতে জাকিরুল মোটর সাইকেল মেকানিক্স এর ওপর ০৩ (তিন) মাসব্যাপী আবাসিক ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ পরবর্তী তিনি স্থানীয় একটি বাজারের মোটর মেকানিক্সের দোকানে কাজ নেন। কয়েক মাস কাজ করার পর তিনি প্রকল্পের বুনিয়াদ ঋণ কার্যক্রম হতে ৩০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে নিজেই মোটর সাইকেল ওয়ার্কশপের দোকান দেন। জাকিরুলের দোকান হতে এখন প্রতি মাসে ১৫ হাজার থেকে ১৮ হাজার টাকা রোজগার করেন। বর্তমানে জাকিরুলের ওয়ার্কশপে ২ জন কর্মচারী নিয়মিত কাজ করছেন। জাকিরুল বলেন, 'উজ্জীবিত প্রকল্পের এই প্রশিক্ষণ আমার জীবনসহ আমাদের পরিবারকে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ করে দিয়েছে।'

> "প্রশিক্ষণ কার্যকর করার প্রক্রিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো প্রশিক্ষণ পরিবেশ ও উপকরণ।"

“ মোবাইল এর ভিতরে যেমন সব আছে তেমন আমার মাথায়ও
এখন সব আছে। এই মাথাটা খুইলা দিছে তিন মাসের প্রশিক্ষণ।
সব হারাইলেও এই প্রশিক্ষণের মাথাতো আর হারাইবো না।
এই জীবন আমার স্বার্থক হইবো কেন জানি মন সবসময় বলে। ”

মোবাইল সার্ভিসিং এ উন্নতি, হাসিবের জীবনে আনল গতি

বগুড়া সদর উপজেলা বড় কুমিরা গ্রামের এক কৃষক দিনমজুর পরিবারে হাসিবের জন্ম। বাবা আতোয়ার রহমান অন্যের বাড়িতে দিনমজুরের কাজ করত এবং মা ছিলেন গৃহিনী। পরিবারের চার ভাইবোনের মধ্যে হাসিব দ্বিতীয়। আর্থিক অভাব-অনাটনের কারনে লেখাপড়া বেশি করার সুযোগ হয়নি। অভাবগ্রস্থ সংসার হওয়ায় কোনমতে এসএসসি পাশ করে লেখাপড়া ত্যাগ করতে হয়। লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়ার পর কি কাজ করবে তা বুঝে উঠতে পারছিল না। বেকারত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত নিল যে, পাশের বাড়ির লুৎফর রহমানের কাপড়ের দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করবে। শুরু হ'ল হাসিবের জীবনের নতুন অধ্যায়। লুৎফর রহমানের দোকানে অল্প বেতনে একটানা তিন বছর কর্মচারী হিসেবে কাজ করেন। এতেও হাসিবদের সংসারে অভাব দূর না হওয়ায় দোকানের কর্মচারী কাজ ছেড়ে দেন। হাসিব ইউপিপি উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় তিন মাস মেয়াদী মোবাইল ফোন সাভিসিং এর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রকল্প হতে মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এর প্রয়োজনীয় উপকরন প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে বাড়ী আসার পর সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন, নিজেই মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এর দোকান দিবে, নাকি অন্যের দোকানে কাজ করবে। মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এর দোকান দেওয়ার মতো বিনিয়োগ করার টাকাও ছিল না। প্রকল্পের বুনিয়াদ ঋন কার্যক্রম হতে ৩০ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং বগুড়া গোদারপাড়া বাজারে একটি মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এর দোকান দেন। মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এর পাশাপাশি বিকাশ, মোবাইল রিচার্জ, গান ডাউনলোড ইত্যাদি ব্যবসা শুরু করেন। হাসিবের ব্যবসা বড় হওয়ায় এবং স্থানীয়ভাবে সুনাম অর্জন করার ফলে ক্রেতা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাকে সহযোগিতা করার জন্য বড় ভাইকেও দোকানের কাজে লাগান। মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, বিকাশ, মোবাইল রিচার্জ, গান ডাউনলোড করে এখন তার দোকান হতে প্রতি মাসে ১৫ হাজার থেকে ২০ বিশ হাজার টাকা আয় হয়। ছোট দুই ভাই-বোনদেরকেও নিয়মিত স্কুলে পাঠায়। তার বাবাকেও আর দিনমজুরের কাজ করতে হয় না। হাসিব এখন সাবলম্বী।

“ প্রশিক্ষণ আর মনের শক্তি আমার দুইটা সম্পদ আছে।
এই সম্পদ কাজে লাগাইলে অভাবও থাকবে না।
আগামী দিনে কেউ আমারে আর প্রতিবন্ধী কয়বার পারবো না।
দেকি জীবনে কি আছে।
শত কষ্ট কইরা হইলোও জীবনটারে বদলাইয়া দিমু। ”

তারিকুল: শতবাধাঁর জীবন পেরিয়ে!

তারিকুল একজন প্রতিবন্ধী। পরিবারে তারিকুল সবার বড়, তার আরও দুটি ভাই ও বোন রয়েছে, আর আছে মা তারা খাতুন। বৃদ্ধ দাদা চোখে দেখেন না এবং দাদী কানে শোনেন না । কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার গোলাপনগর গ্রামে তাদের ছোট্ট মাথাগোঁজার জায়গাটুকু মাত্র ৪ শতক জায়গার উপরে। অভাবের সংসার তার ওপর বাবা মারা যাওয়াতে দিশেহারা হয়ে পড়ে তারা। নানা প্রতিকুলতা পেরিয়ে তারিকুল এখন দশম শ্রেনিতে পড়ে। ইউপিপি-উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় তিন মাস মেয়াদী ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণ শেষে তারিকুল প্রকল্পের বুনিয়াদ ঋণ নিয়ে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে কাজ শুরু করেন। তারিকুল বলেন, 'প্রতিবন্ধিরা সমাজের বোঝা নয়। উপযুক্ত কাজ শিখানোর সুযোগ দিলে তারাও স্বাবলম্বী হতে পারে। উজ্জীবিত প্রকল্প আমাকে সেই সুযোগ করে দিয়েছে। সমাজে আমি এখন অনেক পরিচিত ও সম্মানিত।' বর্তমানে তিনি বিভিন্ন বাড়িতে এবং দোকানে ইলেট্রিক্যাল কাজ করছেন। সবমিলিয়ে তাঁর বর্তমান মাসিক আয় ৬,০০০/- থেকে ৭,০০০/- টাকা হয়। তারিকুল নিজের পড়াশোনার খরচ চালানো সহ পরিবারের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন। প্রতিবন্ধী তারিকুল এর চোখে এখন সুখি ও সমৃদ্ধ জীবনের স্বপ্ন।

"প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূকরণে ছয়টি বিষয় যথা : প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী, চাহিদা মাফিক প্রশিক্ষণ বিষয়বস্তু নির্বাচন, প্রশিক্ষণ পরিবেশ ও উপকরণ, প্রশিক্ষণ বাজেট এবং কর্ম পরিবেশ ও প্রশিক্ষণ ফলোআপ কার্যাদিসমূহ সমানভাবে বাস্তবায়ন করা অত্যাবশ্যক।"

মায়ের দোয়া টেলিকম
airtel

শোয়েব: চেষ্টায় ব্রতী, স্বকর্মে উন্নতি

শোয়েব হোসেন, বয়স ১৭ বছর; ভোলা সদরে বাড়ি। বাবা মায়ের সাথে ৩ বোন আর ২ ভাইয়ের সংসার তাদের। জন্মের পর হতেই দারিদ্র্যতার বিভিন্ন সোপানে তিক্ত স্বাদের স্বাদ শোয়েবদেরকে নিতে হয়েছে বারংবার। শোয়েব তখন ১০ম শ্রেণির ছাত্র। লেখাপড়া যে কোন সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে তার। পড়ালেখা করার বড় সাধ তার মনে।

শোয়েবের মনে উঁকিঝুকি দেয় এই দুরবস্থা হতে মুক্তির জানা না জানা কত না পথ! বাবা মায়ের অসহায় চেহারা, চাওয়া পাওয়ার কাছে ভাইবোনদের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, সমাজে পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয়- এই সব পৌনঃপুনিকতা তাকে সিদ্ধান্ত নিতে সচেষ্ট করে। এমন কিছু করতে হবে যা একের ভিতর তিন! পড়ালেখা, পারিবারিক সমৃদ্ধি, সামাজিক মর্যাদা। দেরী না করে শোয়েব তার গ্রামে বিভিন্ন শ্রেনির ছাত্রদের পড়ানো শুরু করেন দুইশত থেকে তিনশত যে যা দেয় তাই নেন; উদ্দেশ্য টাকা জমিয়ে মোবাইল সার্ভিসিংয়ের প্রশিক্ষণ করবেন। কারণ তিনি খোঁজ নিয়ে জেনেছেন এই কাজ শিখতে পারলে দৈনিক ভালো আয় রোজগার হয় আর সমাজে মোবাইল ইঞ্জিনিয়ার নামে সম্মানও আছে । ২ হাজার টাকায় জমা করে ভর্তি হওয়ার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আসেন কিন্তু কোর্স ফি আরো অনেক বেশী। তাই ফিরে এলো সে। ইতিমধ্যে পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা কোষ্ট ট্রাষ্ট ভোলা সদর শাখা হতে উজ্জীবিত প্রকল্পের আওতায় ৩ মাস মেয়াদী মোবাইল সার্ভিসিং ট্রেডে কারিগরি প্রশিক্ষণের জন্য গ্রামে গ্রামে আগ্রহী সদস্যদের উপযুক্ত প্রার্থি মনোনয়নের ও নির্বাচনের কাজ শুরু করে। ১/৪/২০১৬ সালে ৩ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষন শেষ করে শোয়েব ভোলার মোস্তফা কামাল বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি দোকান দেন। ঘুরতে শুরু করে তার ভাগ্য পরিবর্তনের চাকা। কিছু দিন পর তিনি কোষ্ট ট্রাষ্ট হতে মোবাইলের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয়ের জন্য ৪৮ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। শোয়েবের মা উজ্জীবিত সমিতির সদস্য হওয়ায় এবং শোয়েব এর আগ্রহ দেখে তাকে প্রশিক্ষনের জন্য নির্বাচন করা হয় আয়ের টাকায় তিন ধাপের কিস্তি পরিশোধ করতে থাকেন। পরিদর্শনকালীন সময় পর্যন্ত তিনি ৩৬ কিস্তি পরিশোধ করেছেন সম্পূর্ণ নিজের আয়ের টাকায়। শোয়েব বলেন, এই টাকা পরিশোধ করে তিনি ব্যবসার উৎকর্ষ সাধন করার জন্য ১ লক্ষ টাকা ঋণ নেয়ার পরিকল্পনা করছেন। এছাড়া ভবিষ্যতে তিনি মোবাইল সার্ভিসিং এর উপর গ্রামের বেকার ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ প্রদান করারও চিন্তাভাবনা করছেন। বর্তমানে শোয়েব মাসিক ১০ হাজার থেকে ১২ হাজার টাকা আয় করছেন।

আজ স্বপ্ন হলো সত্যি ...

THOR

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউণ্ডেশন (পিকেএসএফ)
পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
ফোন: ০২-৮১৮১৬৫৮-৬১, ০২-৮১৮১১৬৯, ০২-৮১৮১৬৬৪-৬৯
ফ্যাক্স: ০২-৮১৮১৬৭১, ০২-৮১৮১৬৭৮ ই-মেইল: pksf@pksf-bd.org
ওয়েবসাইট: pksf-bd.org, www.facebook.com/pksf.org